দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 07 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

18

'কমন পড়ার' বিদ্যা

দেশের দুইটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২রা মে থেকে। এর মধ্যে যে কটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই সহস্রাধিক করে পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বহুবিধ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে গত কয়েক দশকে। নকল করা, গণ টোকাটুকি, মাইকে পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব বলে দেওয়া প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। নকলের দাবীতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্লজ্জ মিছিল-মিটিংও হয়েছে, হয়েছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। নকল প্রতিরোধের জন্য যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলতে গেলে তার কোনটাই তেমন কার্যকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা পদ্ধতিতেও আংশিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তাতেও খুব সুবিধা হয়নি। নকল করার দায়ে পরীক্ষার্থীরা যেমন বহিষ্কৃত হয়েছে তেমনি কোমলমতি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করার দায়ে শিক্ষক-অভিভাবকের বিরুদ্ধেও নেয়া হয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। তাতেও খুব একটা ফায়দা হয়নি।

তবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা না হওয়াও নকলের অন্যতম প্রধান কারণ। স্কুলে না পড়িয়ে প্রাইভেট পড়ানোর দিকে বেশীরভাগ শিক্ষকের ঝোঁক। কোন কোন প্রাইভেট শিক্ষক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে লেটার মার্কস, স্টার মার্কস কিংবা প্রথম শ্রেণীতে পাস করানোর গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন। এর সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টির একেবারে যোগাযোগ নেই—এ কথা হলফ করে বলা যায় না। তারা বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে সামান্য কিছু দিন পড়িয়ে পাসের এই নিশ্চয়তা দেয়। সম্প্রতি একটি নোট বই প্রকাশনী সংস্থা এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে ২-৫-৯১ তারিখে ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম পত্রের তাদের গাউড থেকে ছাব্বিশটি প্রশ্ন কমন পড়েছে। তাদের আরও নয়টি গাইড আছে সেখান থেকেও প্রশ্ন কমন পড়ার অনুরূপ 'নিশ্চয়তা' দিয়েছেন তারা।

কমন ফেলানো হয়ত নকলের চেয়েও উত্তম। কিন্তু কমন ফেলতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণার বা জ্ঞানের অভাব থেকে যায়। সে অভাব কখনও পূরণ হয় না বলে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কিংবা সকল পরীক্ষা পাসের পরও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান কিংবা জ্ঞানতৃষ্ণা বিকশিত হয় না। কমন ফেলানোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভাণ্ডার সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষক সমাজ কি একজোট হয়ে এগিয়ে আসতে পারেন না?